অর্থনৈতিক সংস্কার

আলাউদ্দিন খলজীর শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিধি, এই দুভাগে ভাগ করে এই সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য ঐতিহাসিক উপাদান প্রধানত তিনটি ঃ জিয়াউদ্দিন বারাণী রচিত তারিখ-ই-ফিরুজশাহী ও ফতোয়া-ই-জাহান্দারী এবং আমীর খুসরভের খজাইন-উল-ফুতুহ্ ।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন প্রধানত রাজনৈতিক প্রয়োজনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। প্রথমত, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অভিজাতবর্গের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও বিদ্রোহে প্ররোচনা দেয়। আলাউদ্দিনের লক্ষ ছিল মাত্রাতিরিক্ত অর্থ থেকে অভিজাতবর্গকে বঞ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, মোঙ্গল আক্রমণ ও ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে এক দক্ষ ও বিশাল সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে তিনি ঢেলে সাজাতে মনস্থ করেন।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (১) মিল্‌ক (মালিকানা অধিকার), ইনাম (উপঢৌকন), ইদ্রারত (ভাতা), ওয়াকফ্‌ (ধর্মীয় অনুদান) প্রভৃতি খাতে সাধারণ মুসলমান প্রাপক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেরা যে জমি ভোগ করত সুলতান তা প্রত্যাহার করে নেন। (২) রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত উচ্চপদাধিকারী হিন্দু আমলাদের বিশেষ সুবিধাগুলি প্রত্যাহৃত হয়। মুহাশিল, আমিল, গোমস্তা, মুতাসরিফ, কারকুন ও পাটোয়ারীর মতো বহুসংখ্যক কর্মচারীদের নিয়ে নতুন ভূমিরাজস্ব বিভাগ গড়ে ওঠে। (৩) ব্যাপক জমি জরিপ ও উৎপন্ন শস্যের হিসাব প্রস্তুত করে আলাউদ্দিন তিন ধরনের কর বসানোর নির্দেশ দেন। প্রত্যেক কৃষককে ভূমিরাজস্ব 'খারাজ', গবাদিপশু কর 'চরাই' ও গৃহকর 'ঘরি' দিতে হত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ ভূমিরাজস্ব ধার্য হয়। দোয়াব অঞ্চলে নগদ টাকায় ও অন্যত্র শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব মেটানো হত। বারাণী জানিয়েছেন, পাঞ্জাব ও রাজস্থান থেকে বর্তমান উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল।

জিয়াউদ্দিন বারাণীসহ অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিক আলাউদ্দিনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। কৃষকের ওপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ ছিল উচ্চ। উৎপাদনের অর্ধাংশ ভূমিরাজস্ব ছাড়াও কৃষককে চরাই ও ঘরি নামে আরও দুটি কর দিতে হত। ধনী-নির্ধন উভয়েই করভারে পীড়িত ছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস কারও ছিল না। কিন্তু আলাউদ্দিনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রশংসনীয় দিক হল এর স্থায়িত্ব। মুঘল ও বৃটিশ শাসন পর্যন্ত এর কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের দেখা মেলে। জমি জরিপ করে উৎপন্ন ফসলের মূল্য অনুযায়ী রাজস্ব ধার্য হওয়ায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎখাত করে তিনি সেখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিযোগ করেছেন, কঠোর রাজস্বনীতি গ্রহণ করার পেছনে আলাউদ্দিনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের প্রাধান্য খর্ব করা। কিন্তু এই অভিযোগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। সুলতানী শাসনে রাজনৈতিক ও সামরিক জগতে মুসলমান অভিজাতদের প্রাধান্য থাকলেও অর্থনৈতিক জগৎ বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুদের আধিপত্য ছিল। অতএব এ দুটি ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করতে গেলে হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ খোঁজা অনৈতিহাসিক। আলাউদ্দিনের কঠোর অর্থনৈতিক বিধি থেকে মুসলমান অভিজাতগণও রেহাই পায়নি। অতএব ভূমিরাজস্ব বিভাগের হিন্দু আমলাগণ সরকারি আনুকূল্য লাভ করবে তা আশা করা যায় না।

মূল্য নিয়ন্ত্রণবিধি

উদ্দেশ্য

তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী গ্রন্থে জিয়াউদ্দিন বারাণী আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে সুলতান মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের জন্য এই বিধি প্রণয়ন করেন। বারাণীর মতে এই বিধি আসলে সামরিক ব্যবস্থারই অঙ্গ। আবার ফতোয়া-ই-জাহান্দারীতে বারাণী লিখেছেন, সব যুগেই জনগণের মঙ্গলের জন্য রাজাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল না হলে সেনাবাহিনীতে যেমন শান্তি থাকে না, তেমনই জনগণও সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে না। অতএব বারাণী তাঁর দুটি গ্রন্থে দুরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমকালীন অপর দুই লেখক হামিদ কালান্দর ও আমীর খুসরভের লেখা থেকে জানা যায়, সমগ্র অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রচলনের পেছনে শুধু সামরিক প্রয়োজন নয়, জনগণের মঙ্গল চিন্তাও আলাউদ্দিনের মনে ছিল।

মূল্যনির্ধারণ ও বিধির প্রয়োগ

আলাউদ্দিন প্রথমেই খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। খালসা জমির রাজস্ব শস্যে প্রদানের কথা তিনি ঘোষণা করেন। দোয়াব অঞ্চল ও দিল্লীকে ঘিরে দুশো মাইল বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত সব কৃষককে এই নিয়মের অধীনে আনা হয়। ভোগ্যপণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় তিনি কুশলী ও অকুশলী কারিগর ও বণিকদের লগ্নীকৃত পুঁজির জন্য লভ্যাংশের ব্যবস্থা করেন। দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের বাধ্যতামূলকভাব বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য দিল্লীতে এনে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হত। অনেক সময় ব্যবসায়ীদের অর্থ অগ্রিম দেওয়া হত। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা কম দামে বস্ত্র বিক্রি করতে বাধ্য হলে সরকার সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষ বা কোনো কারণে দ্রব্য সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় খাদ্যশস্য ও বস্ত্র মজুত করে রাখা হত যাতে দুঃসময়ে তা বণ্টন করা যায়। মূল্য নিয়ন্ত্রণের সমগ্র ব্যবস্থাই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত। নিয়মভঙ্গের শাস্তি ছিল চরম। আলোচ্য সময়ে ভারতে দুটি প্রভাবশালী হিন্দু বণিক গোষ্ঠী ছিল । এদের মধ্যে নায়করা ছিল শস্যব্যবসায়ী ও মুলতানীরা ছিল বস্ত্রব্যবসায়ী। আলাউদ্দিন এদের একচেটিয়া ব্যবসাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত একচেটিয়া ব্যবসা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়।

আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত চারটি বাজারের প্রথমটি হল মাণ্ডি বা শস্যবাজার। এখানে ধান, গম, বার্লি, যব, ডাল প্রভৃতি সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা হত। শাহানা-ই-মাণ্ডি, বারিদ বা গুপ্তচরদের মাধ্যমে সুলতান শস্য বাজারের ওপর নজর রাখতেন। দ্বিতীয় বাজারটি হল সেরাই আদল। বিশেষ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিল্পপণ্য এখানে বিক্রয় করা হত। এর মধ্যে ছিল বস্ত্র, চিনি, ঘি, শুকনো ফল, জ্বালানী তেল, ওষুধপত্র প্রভৃতি। এই বাজারে যারা পণ্যসম্ভার বিক্রির উদ্দেশ্যে আসত তাদের দিওয়ান-ই-রিয়াসৎ বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। তৃতীয় বাজারটি হল ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্রীতদাসের বাজার। ঘোড়ার বাজারে দালালদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঘোড়ার মান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হয়। ভারবাহী বলদ ও মোষ, দুগ্ধবতী গাভী বেশি মূল্যে নির্ধারিত হয়। ক্রীতদাসদের মূল্য নির্ধারিত হত তার বয়স অনুসারে। ক্রীতদাসীও উচ্চমূল্যে বিক্রিত হত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চতুর্থ বাজারটি ছিল সাধারণ বাজার। এই বাজারটি ছিল সমগ্র দিল্লী শহর জুড়ে। মাছ, মাংস, তরকারী, রুটি, চিরুনি, মোজা

প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ নির্ধারিত মূল্যে এই বাজারে পাওয়া যেত। বাণিজ্যমন্ত্রী ইয়াকুব নাজির শাহানা বা পরিদর্শকদের সহায়তায় সঠিক মূল্য, ওজন ও মাপ সম্পর্কে তদারকী করতেন।

বিস্তৃতি

আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণবিধি সাম্রাজ্যের কতটা অংশে বলবৎ হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড মনে করেন এই বিধি শুধুমাত্র রাজধানী দিল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বারাণীর রচনার ভিত্তিতে ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন, দিল্লীর বাইরে প্রদেশগুলিতেও এই বিধি চালু ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে উত্তর-পশ্চিমে লাহোর থেকে দক্ষিণে ছেইন ও পূর্বে কাতেহর পর্যন্ত এই বিধি বলবৎ হয়েছিল। আলাউদ্দিনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা যে অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিও বলবৎ হয়েছিল সেই অঞ্চলে। এ কথাও মনে করা হয় যে স্বল্পব্যয়ে সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ যদি সুলতানের প্রধান লক্ষ হয়ে থাকে তাহলে যে অঞ্চলগুলিতে সেনা ও তাদের পরিবারবর্গ বাস করত মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি সাম্রাজ্যের সেই অঞ্চলগুলিতে অর্থাৎ প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল ।

সমালোচনা

পরমাত্মা সরণ ও কে.এস.লালের মতো ঐতিহাসিক আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধির সমালোচনা করেছেন। সরণের মতে এটি ছিল অযৌক্তিক, অবিবেচনাপ্রসূত ও কৃত্রিম, অর্থনীতির সব রকম স্বাভাবিক নিয়মবিরুদ্ধ। দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দোয়াব অঞ্চলের কৃষককে উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশ রাজস্ব প্রদান করে তার উদ্বৃত্ত শস্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণবিধির ফলে বণিকদের মুনাফার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থার ফলে রাজধানী দিল্লীর আমলা, সাধারণ নাগরিক ও সেনাবাহিনীর লোকেরা লাভবান হয়, কিন্তু সারা দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দোয়াব অঞ্চলের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি ।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে বলা যায় যে শুধু সেনাবাহিনীর স্বার্থে নয়, জনসাধারণের মঙ্গলের কথা ভেবেও আলাউদ্দিন মূল্য নিয়ন্ত্রণবিধির প্রচলন করেন। দেশে একটি নির্দিষ্ট মূল্যমান বজায় থাকলে সব শ্রেণীর মানুষই লাভবান হয় । মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ও দাক্ষিণাত্য অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ এর ফলে সম্ভব হয় । তাঁর সামগ্রিক আর্থিক নীতির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতা ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণেই দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।